কালের কণ্ঠ

তারিখ ..২৪ APR 2016..
পৃষ্ঠা ..২..৪.. কলাম ..২..

প্রাথমিক স্কুলে ই-মনিটরিং

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার হোক আরো দ্রুত

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। অনেক শিক্ষক কারণে-অকারণে স্কুল কামাই করেন বা সময়মতো বিদ্যালয়ে আসেন না। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে শিশুদের পড়ালেখার ওপর। নিয়মিত ক্লাস না হলে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। পাঠ একসময় দুর্বোধ্য হয়ে যায় এবং তখন অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসাই বন্ধ করে দেয়। শিক্ষকদের অনিয়ম নজরদারি করার সরকারি ব্যবস্থাটিতেও ত্রুটি রয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিদর্শনে যান না। না গিয়ে জাল প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নজিরও কম নেই। এই অব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে পারে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মনিটরিং। আশার খবর হচ্ছে, সরকার এর মধ্যেই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। গতকাল কালের কণ্ঠ'র এক খবরে জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনা নজরদারি করতে ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করছে সরকার। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হিসাব রাখা হবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে। তিন জেলার ৫৬৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম এখন চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন যৌথভাবে এ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। আমাদের প্রত্যাশা, ধীরে ধীরে দেশের সব প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

পৃথিবীর বহু দেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরায় সাফল্য পাচ্ছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। সরকার ডিজিটাল দেশ গড়ার স্লোগান নিয়ে নানা ক্ষেত্রে কাজ করছে। জায়গাজমি নিবন্ধন, পাসপোর্ট তৈরিসহ নানা কাজে ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালুর সুফল কমবেশি মিলতে শুরু করেছে।

আমাদের নতুন প্রজন্মের সামনেও বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে এই প্রযুক্তি। দক্ষতায় তারা উন্নত বিশ্বের অনেককে অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আরো সুখবর হচ্ছে, আমাদের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলনের বড় সৈনিক বা কারিগর আমাদেরই তরুণ প্রজন্ম। এভাবে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পরিবারসহ জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে।

অনেক সম্ভাবনা থাকার পরও আমাদের অর্থনীতি কাঙ্ক্ষিত গতি পাচ্ছে না। প্রশাসনে অদক্ষতা ও অসততা জেঁকে বসেছে। অনেক সরকারি সেবা স্থবির হয়ে যায় লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে। এই অব্যবস্থাপনা থেকে মুক্তি দিতে পারে ডিজিটাইজেশন। আর এ কাজে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও আরো জোরালো হতে হবে। এ ছাড়া মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—অনিয়ম কোথায় নেই! তাই শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, সব স্তরেই তথ্যপ্রযুক্তির নজরদারি বাড়াতে হবে।